البيان المصفى فى مسئلة عبد المصطفى ﷺ

আল্-বায়ানুল মোছাফ্ফা ফী মাস্য়ালাতে আবদিল মোস্তফা

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

রচনায়

মুহাম্মদ আজিজুল হক আল্-কাদেরী

প্রকাশনায়

আনজুমানে কাসেরীয়া চিশতীয়া সাঈদীয়া বাংলাদেশ

আল্-বায়ানুল মোস্তফা
ফী মাসয়ালাতে আবদিল মোস্তফা

সাহাবায়ে আনসারি ওলামায়ে

(খণ্ডিতগণকে অনুনের ব্যাখ্যা করা আছেন)

রচনায়

মুহাম্মদ আজিজুল হক আল্-কাদেরী

sunni-encyclopedia.
blogspot.com
PDF by (Md Rashed)

প্রকাশনায়

আনজুমানে কাদেরীয়া চিশতীয়া আজিজীয়া বাংলাদেশ

আল্ বায়ানুল মোছাহ্ফা
ফী মাসয়ালাতে আবদিল মোস্তফা
সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম

রচনায়
মুহাম্মদ আজিজুল হক আল-কাদেরী

প্রকাশনায়
আনজুমানে কাদেরীয়া চিশ্‌তীয়া সাঈদীয়া, বাংলাদেশ

সংস্করণে
এম এম মহিউদ্দীন

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ
১৯৭৯ইং
দ্বিতীয় প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০০৭ইং

শুভেচ্ছা বিনিময়
২০/- (বিশ) টাকা মাত্র

sunni-encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Md Rashed)

সূচীপত্র

* গ্রন্থকারের কথা ৪
* কুরআন-হাদীসের আলোকে আল্লাহর বান্দাকে রাসূলের বান্দা বলে সম্বোধন করার বর্ণনা ৫
* হযরত ওমর (রা.)এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং তিনি নিজেকে রাসূলের বান্দা বলে সম্বোধন করার বর্ণনা ১৪
* মসনবী শরীফে হযরত আরেফ রুমী (রহ.) আল্লাহর বান্দাকে রাসূলের বান্দা বলে উল্লেখ করেছেন ১৬
* আবদুন শব্দের সম্বন্ধ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো দিকে করা জায়েয নেই মর্মে যুক্তির খণ্ডন ২১
* আবদুর রাসূল বা রাসূলের বান্দা বলা শিরক নয় ২৩
* পূর্ববর্তী অনেক মনীষীগণ আবদুর রাসূল, আবদুল মোস্তফা ও আবদুন নবী ইত্যাদি নাম রাখার বর্ণনা ২৭
* কুল ইয়া ইবাদি শব্দের অর্থ রাসূলের বান্দা হওয়াই অধিকতর সামঞ্জস্য ও গ্রহণযোগ্য ৩১

গ্রন্থকারের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ وَنُسَلِّمُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

আজ হতে আনুমানিক ২৮/২৯ বৎসর পূর্বে ১৯৭৮/৭৯ ইংরেজী সালে ফটিকছড়িস্থ নানুপুর আবু তোরহান উচ্চ বিদ্যালয় ময়দানে এলাকাবাসীর উদ্যোগে এক আজিমুশশান সুন্নী সম্মেলনে হাজার হাজার সুন্নী জনতার বিশাল সমাবেশ ফটিকছড়ি নিবাসী পীরে তরিকত হযরত আল্লামা সৈয়দ পীর আহমদ মুনিরী (রহ.)এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠেয় ইমামে আহলে সুন্নাত উস্তাজুল ওলামা হযরত আল্লামা কাজী মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম হাশেমী ছাহেব, চট্টগ্রাম নেছারীয়া আমীনিয়া মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা- অধ্যক্ষ হযরত আল্লামা আলহাজ্ব মুফতী মোজাফ্ফর আহমদ (রহ.), উস্তাজুল উলামা মুহাদ্দিছ আল্লামা নূর উদ্দীন হোছাইনী ছাহেব, নানুপুর মাদ্‌রাসার প্রাক্তন অধ্যক্ষ আল্লামা মঈনুদ্দীন আহমদ (রহ.), পীরে তরিকত চৌধুরী মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম মুনীরি ছাহেব ও মুহাদ্দিছ আল্লামা নেছার আহমদ ছাহেবসহ চট্টগ্রামের পীর স্থানীয় আলেম ওলামাগণ উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত আজিমুশশান মাহফিলে আমি পবিত্র কুরআন শরীফের قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ. এ আয়াতের উপর তাফসীর পেশ করতে গিয়ে মুসলমানগণকে রাছুলের বান্দা বলা জায়েয আছে বলে মত পোষণ করলে কিছু সংখ্যক আলেম-ওলামাগণ এ বিষয় নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা আরম্ভ করেন। আমার কিছু সংখ্যক ঘনিষ্টজনেরা এ বিষয়ে কিছু লেখার জন্য অনুরোধ করলে মুসলমানদেরকে রাছুলের বান্দা বলা জায়েয এবং আবদুর রাছুল, আবদুল মোস্তফা, আবদুন নবী ইত্যাদি নাম রাখা উত্তম এর উপর 'আল্-বায়ানুল মোহাক্কা ফী মাছআলাতে আবদিল মোস্তফা' নামক কিতাবটি রচনা করি।

অত্র কিতাবখানা প্রকাশের ক্ষেত্রে যারা বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ্ পাক তাদেরকে যথার্থ বদলা দান করুক। আমিন।

গ্রন্থকার
মুহাম্মদ আজিজুল হক আল্-কাদেরী

কুরআন-হাদীসের আলোকে আল্লাহর বান্দাকে রাসূলের বান্দা বলে সম্বোধন করার বর্ণনা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْاَحَدِ الصَّمَدِ الْحَيِّ الْقَيُّوْمِ اَلَّذِىْ هُوَ اِلٰهُنَا وَاِلٰهُ الْعٰلَمِيْنَ وَخَلَقَنَا وَخَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرَضِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهٗ فِىْ اُلُوْهِيَّتِهٖ وَلَا فِىْ ذَاتِهٖ وَجَعَلَنَا فِىْ حِزْبِ حَبِيْبِهِ الْمُصْطَفٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى اِمَامِ الْاَنْبِيَاۤءِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْمُجْتَبٰى وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الْبَرَرَةِ التُّقٰى وَ مَصَابِيْحِ طُرُقِ الْمَعْرِفَةِ وَالْهُدٰى وَعَلٰى كُلِّ حَامِلِ الشَّرِيْعَةِ وَالطَّرِيْقَةِ الَّذِيْنَ هُمْ جَعَلُوْا فِىْ اَعْنَاقِهِمْ قَلَادَةً لِغُلَامِ الْمُصْطَفٰى. اما بعد!

প্রশ্ন: আবদুল্লাহ্ বা আল্লাহর বান্দাকে আবদুর রসূল বা 'রসূলের বান্দা' বলা যাবে কি না?

কোন কোন আলেম একে শিরক ও হারাম বলে অভিহিত করে থাকেন এবং কেউ একে মূল ঈমানই বলে থাকেন। উভয় দলের উক্তির মধ্যে কার উক্তি কুরআন ও হাদীস সম্মত এবং কার উক্তি কুরআন ও হাদীস সম্মত নয়?

উত্তর: প্রথমত। 'আবদুন' বা 'বান্দা' শব্দের অর্থ সম্পর্কে জানা বিশেষ প্রয়োজন। এর পরই মাসআলাটি অতি সহজে বোধগম্য হবে। জ্ঞানী লোকেরা অবগত আছেন যে, একটি শব্দ আরবী হোক বা ফার্সী, বাংলা হোক বা ইংরেজী, তার একাধিক অর্থও হয়ে থাকে। স্থান বিশেষেই তার অর্থ নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। কাজেই 'আবদুন' ও 'বান্দা' শব্দের অর্থ কি? প্রথমে তা বর্ণনা করা হচ্ছে, যাতে কোথায়, কখন, কি অর্থে ব্যবহৃত, তা বুঝা যায়।

عَبْدٌ (আবদুন) শব্দের আভিধানিক অর্থ বান্দা ও গোলাম। অর্থাৎ 'আবদুন' এটি একটি আরবী শব্দ। ফার্সী ও উর্দুতে এর অর্থ বান্দা এবং 'বান্দা' শব্দের অর্থ গোলাম ও তাবেদার। আর হিন্দি ভাষায় 'দাস'কে 'আবদুন' ও বান্দা বলা হয়। (কিশওয়ারী অভিধান)
ইমাম রাগেব (রহ.) বলেছেন, عَبْدٌ (আবদুন) শব্দটি চার অর্থে ব্যবহৃত হয়। ১. 'আবদুন' অর্থ গোলাম। যথা: وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ (ওয়াল আবদু বিল আবদে) অর্থাৎ গোলামের পরিবর্তে গোলাম। وَ عَبْدًا مَمْلُوْكًا لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ (ওয়া আবদান মামলুকান লা ইয়াকদিরু আলা শাইয়ীন) এমন একটি গোলাম যে কোন কাজে শক্তি রাখে না, যে সম্পূর্ণ অন্যজনের অধিকারে বা ইখতিয়ারাধীন। ২. এখানে 'আবদুন' শব্দটি গোলাম অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। 'আবদুন বিল ঈজাদ' অর্থ 'আবদুন' শব্দের অর্থ একই। যাকে আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। এই অর্থে অনুদিয়াত বা বান্দা হওয়া আল্লাহর জন্য একমাত্র নির্দিষ্ট। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো দিকে এর সম্বন্ধ করা কারোর নেই। ৩. আবদুন শব্দের অর্থ ঐ বান্দা যে ইবাদত ও খেদমতের দ্বারা আল্লাহর বান্দা হওয়ার মর্যাদা অর্জন করে থাকেন। এই অর্থে যাদের জন্য আবদুন শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, তাঁরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথমত: আল্লাহর ঐ বান্দাগণ যারা আল্লাহর মাকবুল ও খাস বান্দা হিসাবে পরিগণিত হয়। যথা: إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا (ইন্নাহু কা'না আব্দান শাকুরা) অর্থাৎ নিশ্চয় নূহ আলাইহিস সালাম আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী বান্দা ছিলেন। এরূপ কুরআনের অনেক নস্ আয়াত এর বাস্তবতার উপর সাক্ষ্য প্রদান করে। দ্বিতীয়ত: আল্লাহর ঐ বান্দাগণ যারা পার্থিব লোভ-লালসার গোলাম সেজে সর্বদা এই পৃথিবীর পূজায় নিযুক্ত এবং এরই মধ্যে লিপ্ত থাকে। অতঃপর এ রকম মানব সন্তান সম্পর্কে হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- تَعِسَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ (তাইছা আবদুদ দিরহামে তাইছা আবদুদ দিনারে) দিরহাম ও দিনারের বান্দা ধ্বংস হোক। অতএব, عبد শব্দের উপরোক্ত অর্থসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে এটাই বলা যেতে পারে যে, لَيْسَ كُلُّ إِنْسَانٍ عَبْدُ اللّٰهِ (লাইছা কুল্লু ইনছানিন

আব্দাল্লাহে) প্রত্যেক মানুষ আল্লাহর বান্দা নয় অর্থাৎ খাঁটি বান্দা নয়। এখানে আবদুন শব্দের অর্থ আবেদ বা ইবাদতকারী। আর এটাও বলা যেতে পারে যে, اَلنَّاسُ كُلُّهُمْ عِبَادُ اللّٰهِ (আন্নাছু কুল্লুহুম ইবাদুল্লাহে) সমস্ত মানুষ আল্লাহর বান্দা অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাই সকলকে সৃষ্টি করেছেন। বরং সমস্ত সৃষ্টি জগতের এটাই হুকুম। কেউ আবদুন বিত্তছখির অর্থাৎ আনুগত্যের সাথে বান্দা এবং কেউ আবদুন বিলইখতিয়ার অর্থাৎ ইখতিয়ারের সাথে বান্দা। যখন 'আবদুন' শব্দটি গোলাম অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন এর বহুবচন عَبِيْدٌ (আবীদুন) বা عُبُدٌ (আবিদ্দুন) হয়। আর যখন 'আবদুন' শব্দের অর্থ আবেদ বা ইবাদতকারী হয়, তখন তার বহুবচন عِبَادٌ (ইবাদুন) হয়। সুতরাং যখন 'আবিদুন' শব্দটি আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ হয়, তখন তা 'ইবাদুন' শব্দ থেকে ব্যাপক অর্থ বুঝায়। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন- وَمَا اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ (ওয়ামা আনা বিজাল্লামিল লিল আবিদ) অর্থাৎ আমি বান্দাদের উপর জুলুম করি না। এই আয়াতে 'আবিদ' বা বান্দাগণের উপর থেকে জুলুমকে রহিত করে এ কথারই ঘোষণা করেছেন যে, আল্লাহ্ কোন বান্দারই উপর জুলুম করেন না। সে আল্লাহর ইবাদত করুক বা চন্দ্র-সূর্য, লাত-উজ্জাহ ইত্যাদি দেব-দেবীর পূজা করুক।

কিন্তু ইমাম রাগেব (রহ.) এর উল্লেখিত বর্ণনাটি যথার্থ বলে মনে হয় না। কারণ তিনি বলেছেন যে, যখন 'আবদুন' শব্দের অর্থ ইবাদতকারী হয়, তখন তার বহুবচন 'ইবাদুন' হয়ে থাকে। আর যখন এর অর্থ গোলাম হয়, তখন এর বহুবচন 'আবীদুন' হয়ে থাকে। অথচ কুরআন শরীফে আমাদের গোলামকে 'ইবাদুন' বলা হয়েছে। যথা: وَعِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ (ওয়া ইবাদিকুম ওয়া ইমায়েকুম) এই আয়াতে عِبَادٌ (ইবাদুন) শব্দটি 'আবদুন' শব্দের বহুবচন। আর এর অর্থ গোলাম। কেননা, তা كُمْ (কুম) সর্বনাম শব্দের দিকে সম্বন্ধ হয়েছে। 'আবদুন' শব্দটি যার দিকে সম্বন্ধ হবে, তার হিসাবেই এর অর্থ নির্দিষ্ট হবে। সুতরাং উক্ত আয়াতে 'ইবাদিকুম' এর অর্থ 'গিলমানিকুম' অর্থাৎ তোমাদের গোলামসমূহ। অতঃপর বুঝা গেল যে, ইবাদুল্লাহ, আবীদুল্লাহ এবং

ইবাদে ফালানা, আবীদে ফালানা (অর্থাৎ আল্লাহর বান্দাগণ ও অমুকের বান্দাগণ) উভয় প্রকারই আসে।

আবদ শব্দের এক অর্থ মাহকুম বা অনুগতও হয়ে থাকে। যথা: عَبَّدْتُ فُلَانًا (আব্বাদতু ফালানান) অর্থাৎ আমি তাকে অনুগত করে নিয়েছি। কুরআন শরীফে আছে, اِنْ عَبَّدْتَ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ (আন আব্বাদতা বনী ইসরাঈল) অর্থাৎ তুমি বনী ইসরাঈলকে অনুগত করেছ। (মুফরেদাত)

'আবদুন' শব্দের অর্থ খেদমতও হয়ে থাকে। যথা: হযরত সৈয়দ মাহমুদ আলুসী 'তাফসীরে রুহুল মা'আনী' কিতাবে লিখেছেন, وَالْاَوْلٰى تَفْسِيْرُ عَابِدُوْنَ بِمَعْنٰى خَادِمُوْنَ অর্থাৎ 'আবেদুনা' শব্দটি 'খাদেমুনা' অর্থে ব্যাখ্যা করা অধিক পছন্দনীয়। -(রুহুল মা'আনী: ১৮শ খণ্ড, ৩৩ পৃষ্ঠা)

'আবদুন' শব্দের অর্থ নিন্দা করাও হয়ে থাকে। যথা: ইমাম বুখারী (রহ.) কুরআনের বাণী اِنْ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ فَاَنَا اَوَّلُ الْعَابِدِيْنَ (ইন কানা লিররহমানি ফা'আনা আউয়ালুল আবেদীন) এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, যদি কোন রহমান (খোদা) এ প্রকারও হতে পারে যে, তার পুত্র কন্যা আছে, তাহলে আমি সর্বপ্রথম এ রকম রহমানের ইবাদত থেকে নিন্দা প্রকাশ করব। -(বুখারী: ২য় খণ্ড, ৭১৩ পৃষ্ঠা)

সাধারণ পরিভাষায় 'আবদুন' শব্দের অর্থ বান্দা, গোলাম, মুলাজেম, চাকর ইত্যাদি হয়ে থাকে। এই অর্থসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে 'আবদুন' শব্দের অর্থ ফার্সী ভাষায় বান্দা এবং 'বান্দা' শব্দের অর্থ ১. গোলাম, দাস ২. চাকর ৩. অনুগত, অধিনস্থ ৪. মানুষ, দল ৫. আবেদ, খাদেম, মাথা নতকারী, আদেশ মান্যকারী ইত্যাদি। (সাধারণ পরিভাষা)।

উল্লেখিত বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হল যে, 'আবদুন' বা 'বান্দা' শব্দের সম্বন্ধ আল্লাহ্ তা'আলার জন্য খাছ নয়। বরং সৃষ্টিকারী ও সৃষ্টজীবের দিকেও এর সম্বন্ধ করা জায়েয আছে। হ্যাঁ, যার দিকে এর সম্বন্ধ হবে, তার হিসাবেই এর অর্থ প্রকাশ পাবে। আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ হওয়াতে 'আবদুন' শব্দের অর্থ ইবাদতকারী ও সৃষ্টজীব বুঝাবে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্য সম্মানিত ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির দিকে সম্বন্ধ হওয়াতে তা গোলাম, দল এবং আদেশ মান্যকারী ও আনুগত্য স্বীকারকারী অর্থে ব্যবহৃত হবে।

মোটকথা এই যে, 'আবদুন' ও 'বান্দা' শব্দ দুটি আল্লাহ্ তা'আলা এবং মুনিব ও মালিক উভয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়। মানুষ সে নিজেকে কোন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির দিকে 'আবদুন' বা বান্দা শব্দ দ্বারা সম্বন্ধ করে থাকে। আর এটি ঘনিষ্টতা, সম্মান ও অতি মুহাব্বতের দরুনই করে থাকে।

এ হিসাবে আরব শরীফে বলা হয় عَبْدُ فُلَانٍ (আবদু ফুলানিন) অমুকের বান্দা বা নিজের ছেলেকে يَا عَبْدِيْ (ইয়া আব্দী) হে আমার বান্দা। يَا غُلَامِيْ (ইয়া গোলামী) হে আমার গোলাম। বলে থাকে। আর এটি খাঁটি মুহাব্বত ও সম্পর্ক স্থাপনের জন্যই হয়ে থাকে। এর পরিপ্রেক্ষিতে জনাবে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে উম্মতে ইজাবতকে (যারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান এনেছে তাদেরকে) 'আবদুন' শব্দের সাথে সম্বন্ধ করাকে ধর্মীয় ইমামগণ, আউলিয়া কেরাম ও ওলামা সম্প্রদায় ঈমানের পূর্ণতা বলে জানেন এবং এই সত্যকে যারা অবিশ্বাস করে তাদেরকে ঈমানের মধুরতা ও মিষ্টতা থেকে মাহরুম মনে করেন। প্রসিদ্ধ ইমাম আরেফ বিল্লাহ্ হযরত ছাহাল বিন আবদুল্লাহ্ তাছতারী (রহ.), বিখ্যাত ইমাম কাজী আয়াজ 'শেফা শরীফ' কিতাবে আর আল্লামা শিহাবুদ্দিন খাফ্‌ফাজী মিছরী 'নাছিমুর রেয়াজ' গ্রন্থে আর আল্লামা মুহাম্মদ বিন আবদুল বাকী জুরকানী 'শরহে মুয়াহেব' কিতাবে এর বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন-

مَنْ لَمْ يَرَ وِلَايَةَ الرَّسُوْلِ عَلَيْهِ فِيْ جَمِيْعِ اَحْوَالِهٖ وَيَرٰى نَفْسَهٗ فِيْ مِلْكِهٖ لَا يَذُوْقُ حَلَاوَةَ سُنَّتِهٖ.

অর্থাৎ- "যে মুসলমান প্রত্যেক অবস্থায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের মনিব ও মালিক এবং সে নিজেকে মনিবের মালিকানাধীন বলে মনে করে না, তাহলে সে সুন্নাতে নববীর মিষ্টতা থেকে বিন্দুমাত্রও স্বাদ গ্রহণ করবে না।"

আর ইমামুল আউলিয়া হযরত ছাহল বিন আবদুল্লাহ্ তাছতারী (রহ.) বলেছেন-

مَنْ لَمْ يَرَ نَفْسَهٗ فِىْ مِلْكِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَذُوْقُ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ.

অর্থাৎ- "যে ব্যক্তি নিজেকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মালিকানাধীন বলে মনে করে না, সে ঈমানের স্বাদও লাভ করবে না।" আর 'ফতোয়া রেজভীয়া' শরীফে আছে-

اِذْهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَمْلَاكِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا احْتِمَالَ لِذُلٍّ فِىْ سُؤَالِ الْمَوْلٰى بَعْضَ عَبِيْدِهٖ مِمَّا فِىْ يَدِهٖ فَاِنَّهٗ وَمَا فِىْ يَدِهٖ مِلْكُ مَوْلَاهُ فَلَيْسَ مِنَ السُّؤَالِ فِىْ شَيْءٍ بَلْ اِسْتِخْدَامٌ.

অর্থাৎ- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের ধন-প্রাণ ইত্যাদি সবকিছুর মালিক। যদি তিনি কোন মুসলমান থেকে কিছু চায়, তাহলে তা (নাউজুবিল্লাহ্) ভিক্ষা চাওয়া নয়, বরং তা বস্তুতঃ মুনিব তার গোলামের উপার্জন থেকে কিছু অংশ গ্রহণ করা স্বরূপ। কেননা গোলাম ও তার উপার্জিত সম্পদ সব কিছুই তার মুনিবের মালিকানা। এর পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রা.) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করলেন-

هَلْ اَنَا وَمَالِىْ اِلَّا لَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

(হাল আনা ওয়া মালি ইল্লা লাকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্)

অর্থাৎ- ইয়া রাসূলাল্লাহ্। আমি ও আমার সম্পদ কার? হুজুর! আপনারই তো।

জেনে রাখা আবশ্যক যে, গোলাম তার মুনিবের অধিকারে ও ইখতিয়ারে থাকে। শুধু গোলাম নয়, বরং তার সমস্ত ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সাও মনিবের মালিকানাধীন। সুতরাং মনিব যদি গোলাম থেকে কিছু চায়, তাহলে তা ভিক্ষা চাওয়া নয়। কেননা, ভিক্ষা চাওয়াতো অসম্মানির উপনাম। বরং সেটিও একপ্রকার খেদমত নেয়া বুঝায়। আর গোলাম স্বীয় মনিবের তাবেদার, অনুগত ও আদেশ মান্যকারী হয়ে থাকে। এই সত্য কোন আলেম ও জ্ঞানীলোকের কাছে লুকায়িত নয়।

অতএব, এ হিসাবে রাসূলের উম্মতকে রাসূলের বান্দা বলা জায়েয। কেননা, উম্মত তার নবীর ফরমাবরদার ও আদেশ পালনকারী হয়ে থাকে। আর যে উম্মত স্বীয় নবীর ফরমাবরদার ও অনুগত না হয়, সে নবীর বান্দা নয়। আল্লাহর বান্দা বলতে আল্লাহর সৃষ্ট ও আল্লাহর ইবাদতকারী বুঝায়। যে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বান্দা নয়। গোলাম ও তার মনিবের মধ্যে যে হুকুম আছে, ঠিক তদ্রূপ উম্মত ও তার নবীর মধ্যেও সেই হুকুম বিদ্যমান। অর্থাৎ উম্মত ও তার ধন-প্রাণ, টাকা-পয়সা সব কিছুর উপরে নবীর ইখতিয়ার ও আদেশ প্রযোজ্য। এটাই প্রকৃত খাঁটি ঈমান।

উল্লেখিত বর্ণনা থেকে প্রশ্নকারী তার উত্তরও বোধ হয় ভালভাবে জেনে নিয়েছেন। প্রশ্নের উত্তরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই যে, উম্মতে দাওয়াত (যারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনেনি) ও উম্মতে ইজাবাত (যারা হুযুরের উপর ঈমান এনেছে) তাদের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করার জন্য এমনি আল্লাহর বান্দাকে রাসূলের বান্দা বলা হয়। আর তা কোন প্রকার শিরক নয়, বরং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে পূর্ণ মুহাব্বতের প্রকাশ করাই বুঝায়।

সাধারণত হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের মধ্যে সমস্ত মানবজাতি ইহুদি, কাফের, খ্রীষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, মুশরিক ও অন্য দলসমূহ অন্তর্ভুক্ত। কেননা উম্মতে দাওয়াতের মধ্যে সবাই শামিল রয়েছে। কারণ, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ামত, রহমত ও করুণা সার্বজনীন ও সাধারণ। আর উম্মতে ইজাবত শুধু মুসলমানই। সুতরাং যারা উম্মতে ইজাবত, তারা জনাবে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বান্দা। আর যারা উম্মতে ইজাবাত থেকে বহির্ভূত, তারা জনাবে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বান্দা ও গোলাম থেকে বহির্ভূত। আমরা যে মুসলমানগণকে রাসূলের উম্মত বলে থাকি, তা আমাদের সাধারণ পরিভাষায় বলে থাকি, এর অর্থ রাসূলের দাস ও রাসূলের গোলাম।

প্রমাণিত হল যে, যারা উম্মতে মোস্তফা, তারা বান্দায়ে মোস্তফা বা গোলামে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এ কারণে হযরত ওমর (রা.) নিজেকে রাসূলের বান্দা বলেছেন। যথাঃ ইমাম আবু হুযায়ফা ইছহাক বিন বশীর 'ফতহুল শামী' নামক কিতাবে এবং হাজান বিন নোশরান 'আল ফওয়ায়েদ' নামক কিতাবে ইবনে শিহাব জুহরী প্রমুখ তাবেয়ীন ইমামগণ থেকে বর্ণনা করেছেন, আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুক (রা.) সাহাবায়ে কেরামকে একত্রিত করে মিম্বরের উপর দণ্ডায়মান অবস্থায় তাদের সম্মুখে ঘোষণা করলেন-

كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ كُنْتُ عَبْدَهُ وَ خَادِمَهُ.

(কুনতু মা'আ রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়া কুনতু আবদাহু ওয়া খাদেমাহু)

অর্থাৎ- আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম এবং তাঁর বান্দা ও খাদেম ছিলাম।

হযরত ওমর (রা.) এর এই উক্তিটি প্রত্যেক দলের সর্বসম্মত মুহাদ্দিস শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহলভী (রহ.) 'ইজালাতুল খিফা' নামক গ্রন্থে হযরত আবু হুযায়ফা (রা.)এর বরাত দিয়ে উল্লেখ করেন এবং 'আররিয়াজুন নাদরাহ' নামক কিতাব থেকে তিনি এ কথা বর্ণনা করেন। আর উল্লেখিত বরাত অনুসারে তা গ্রহণ করেন। অধিকন্তু ইবনে নোশরান ইমামী, আবু আহমদ দাহক্কান, ইবনে আছাকের 'তারিখে দামেশক' নামক পুস্তকে এবং লালকায়ী 'কিতাবুছ ছুন্নাহ' নামক গ্রন্থে সর্বশ্রেষ্ঠ তাবেয়ী ছৈয়্যাদুনা সাঈদ ইবনে হাজান (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন- যখন আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রা.) খলিফা নির্বাচিত হলেন, তখন তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে প্রথম ভাষণ দান করেন-

আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূলের উপর দরুদ পাঠান্তে বলেন-

اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ قَدْ عَلِمْتُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تُؤْنِسُوْنَ مِنِّىْ شِدَّةً وَ غِلْظَةً

وَذٰلِكَ اِنِّيْ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ عَبْدَهٗ وَ خَادِمَهٗ.

(আইয়্যুহান্নাছু ইন্নী ক্বাদ আলিমতু আন্নাকুম কুনতুম তু'নিছুনা মিন্নী শিদ্দাতান্ ওয়া গিলজাতান ওয়াজালিকা ইন্নী কুনতু মা'আ রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুনতু আবদাহু ওয়া খাদেমাহু)

'মুসলমানগণ! আমি জানি, তোমরা আমার মাঝে কঠোরতা ও কাঠিন্য অনুধাবন করছ, কিন্তু আমার এই কঠোরতার কারণ হল এই যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম এবং আমি হুজুরের আবদ্, হুজুরের বান্দা ও হুজুরের খাদেম ছিলাম। (আহ্কামে শরীয়ত ইত্যাদি)।

জেনে রাখুন, এই পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুক (রা.) নিজেকে আবদুন্নবী, আবদুল মোস্তফা, আবদুর রাসূল বা রাসূলের বান্দা বলে ঘোষণা করেন এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এর গণজমায়েত মিম্বরের নীচে উপস্থিত ছিলেন। খলীফার বাণী সবাই শুনছিলেন এবং সবাই তা আনন্দচিত্তে গ্রহণ করেন। হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) হযরত আবু হুযায়ফা (রা.)এর উক্তি দিয়ে তাঁর স্বীয় রচিত 'ইজালাতুল খিফা' গ্রন্থের 'দ্বিতীয় মাকছাদ' পরিচ্ছেদে হযরত ওমর ফারুক (রা.) এর খলীফা পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার বর্ণনায় তা উল্লেখ করেন। আর 'আর রিয়াজুন্নাদ্বারাহ্ ফি মানাক্বিবে আশ্বারাহ্' নামক কিতাব থেকে তা নকল গ্রহণপূর্বক বর্ণনা করেন এবং উক্ত কিতাবে এ কথা স্থায়ীভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। আর তা হযরত ওমর (রা.)এর প্রথম ভাষণই ছিল।

মহোদয়! এখানে হযরত আমিরুল মুমিনীন ওমর ফারুক (রা.) কি নিজেকে রাসূলের বান্দা বলে শিরক করেছেন? (নাউজুবিল্লাহ্) আপনি কি তাঁকে মুশরিক বলবেন? একটু ভেবে ও চিন্তা করে বলুন। কেননা শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) যিনি সর্বসম্মত পথ প্রদর্শক ছিলেন, তাঁর আঁচলও ঐ পাথরের নীচে চাপা পড়েছে।

হযরত ওমর (রা.)এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং তিনি নিজেকে রাসূলের বান্দা বলে সম্বোধন করার বর্ণনা

হযরত ওমর (রা.)এর সাহস কার্যাবলী দ্বারা ইসলামের ইতিহাস পরিপূর্ণ। অবগতবাসী এ কথা থেকে অজ্ঞ নয় যে, হযরত ওমর ফারুক (রা.)এর ইসলাম গ্রহণের জন্য হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই দোয়া করেছিলেন। হযরত ওমরের ইসলাম গ্রহণের পরে প্রকাশ্যে আযান, কুরআন পাঠ ও নামাজ ইত্যাদি বাস্তব জগতে প্রকাশ পেয়েছিল। হযরত ওমর (রা.) থেকে শয়তান বহুদূরে পলায়ন করত। যেদিন হযরত ওমর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন, সেদিন শয়তান অনেক কেঁদেছিল এবং যেদিন তিনি খলীফা পদ অলংকৃত করেন, সেদিন শয়তান উচ্চস্বরে কান্নাকাটি করেছিল। আর যেদিন তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন, সেদিন শয়তান বেশ হেসেছিল। ইসলামের ইতিহাস এর সাক্ষ্য বহন করে। তিনি দরবারে খোদা ও দরবারে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে 'ফারুকে আজম' উপাধিতে ভূষিত হন।

অর্থাৎ তিনি সত্য ও মিথ্যা, ইসলাম ও কুফরীর মধ্যে পৃথককারী ছিলেন। সর্বপ্রথম তিনিই 'আমিরুল মুমিনীন' উপাধি অর্জন করেন। হযরত ওমর (রা.) জনাবে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্বশুর ছিলেন এবং শেষকাল পর্যন্ত হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থাকবেন। তাঁর মাজার শরীফ সরকারে দো আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশেই অবস্থিত।

তিনি মুসলিম জগত থেকে শিরক ও কুফরীকে মূলোৎপাটন করেছেন, এমনকি কুফরী ও শিরক এর গন্ধেরও অস্তিত্ব রাখেননি। সবকিছু ইসলাম থেকে দূরীভূত করেছেন।

একদা হযরত ওমর (রা.) 'হাজারে আসওয়াদ' শরীফ চুম্বন করার সময় বললেন, হে পাথর! তোমার মাঝে লাভ লোকসানের কোন শক্তি নাই, বরং তোমার মত পাথরের অধিক সম্মান ও শ্রদ্ধার কারণেই অনেক লোক কাফের ও মুশরিক হয়েছে। যেহেতু আমি হযরত রাসূলে খোদা 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমায় চুম্বন দিতে দেখেছি এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য হুকুমও দিয়েছেন, এ কারণেই আমিও তোমায় চুমু দিচ্ছি।

অনেক দেশ হযরত ওমর (রা.)এর দ্বারা জয়লাভ হয়। হযরত ওমরের মতামত হিসাবে কুরআন শরীফে দশ জায়গায় আয়াত অবতীর্ণ হয়। হযরত ওমর (রা.) সত্যবাদী ও ন্যায় বিচারক হিসাবে সূর্যের আলো থেকেও অধিকতর উজ্জ্বল ছিলেন। মোটকথা এই যে, হযরত ওমর (রা.)এর চরিত্র, কাশ্‌ফ ও কারামত এবং শাসন কার্যাবলীতে ইসলামের ইতিহাস পরিপূর্ণ।

যে মহাপুরুষ কুফরী ও শিরকের গন্ধ পর্যন্ত সহ্য করতেন না। নাউজুবিল্লাহ্, তাঁর থেকে শিরক ও কুফরী কিভাবে প্রকাশ পেতে পারে? এ রকম মহাপুরুষের মুখ থেকে সরাসরি মিম্বরের উপর দণ্ডায়মান অবস্থায় প্রকাশ্যে 'আবদাহু ও খাদেমাহু' বা তাঁর বান্দা ও খাদেম শব্দ বের হওয়ার কি অর্থ?

হযরত ফারুক আজম (রা.) থেকে তাওহীদ, শিরক, ইসলাম, ঈমান ও কুফরীর মাসয়ালা বেশি বুঝে থাকেন, এমন কোন মানব সন্তানও এ বিশ্বজগতে আছে?

তিনি ইসলামের শুদ্ধ স্বরূপ ছিলেন। তাঁর নিকট থেকে যদি শিরকের শব্দ প্রকাশ পায়, তাহলে চৌদ্দ শতাব্দীর পরে আমরা কে তৌহিদের দাবীদার? লজ্জা নাই কি? তোমরা কি আসল কুরআন দেখেছ? কুরআনের মালিককে দেখেছ? কুরআনের পরিচয় জেনেছ? হ্যাঁ, দেখেছ ও জেনেছ তো ছিদ্দিকী ও ফারুকী প্রমুখ মহাপুরুষদের মাধ্যমেই।

আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টিজগত ছিদ্দিকী ও ফারুকী ইত্যাদি মহাপুরুষদের একটি ক্ষুদ্রতম আলোকের দ্বারাই আজ উজ্জ্বল। হযরত ফারুকে আজম (রা.) থেকে কি বেশি কুরআন বুঝে এমন কোন লোক পৃথিবীতে আছে?

আল্লাহ্ তা'আলা ওমর ফারুক (রা.)এর তলোয়ারের দ্বারা ইসলামকে রূপ দান করেছেন। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেন, 'যদি আমার পরে অন্য কোন নবী হত, তাহলে হযরত ওমর (রা.) নবী হতেন।' -আল হাদীস

এতে প্রমাণিত হল যে, যদি আবদুল মোস্তফা, আবদুর রাসূল অর্থাৎ রাসূলের বান্দা বলা শিরক ও হারাম হত, তাহলে হযরত ওমর (রা.)

নিজেকে আবদাহূ ওয়া খাদেমাহূ বা রাসূলের বান্দা ও খাদেম কখনও বলতেন না।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ওমর (রা.)কে 'ছুরাইয়া' বা সপ্তর্ষিমন্ডল তারকার সাথে তুলনা করেন। যে তারকা সমস্ত নক্ষত্রের মধ্যে অতি উজ্জল। সমস্ত ইমাম, ওলামা সম্প্রদায় এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেন যে, হযরত আবু বকর (রা.)এর পরে হযরত ওমর (রা.)এর মর্যাদা সর্বোচ্চ। তা যে অস্বীকার করে সে পথভ্রষ্ট।

জেনে রাখুন! ছিদ্দিকী ও ফারুকী আক্বীদাই আমাদের আক্বীদা। তোমাদের আক্বীদা ও ঈমানকে দেয়ালের পেছনে ছুড়ে ফেলে দাও। তোমাদের আক্বীদার সাথে আমাদের আক্বীদার কোন সম্পর্ক নেই।

প্রত্যেক কথায় মুসলমান সমাজকে বিদআত ও শিরকের ফতোয়া দেয়া এখনকার নতুন নয় বরং হযরত ওসমান (রা.) এর খেলাফতের যুগ থেকে চলে আসছে। যেমন সহীহ বুখারী শরীফে আছে-

اِنْطَلَقُوْا اِلٰى اٰيَاتٍ نَزَلَتْ فِى الْكُفَّارِ فَجَعَلُوْهَا عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ.

অর্থাৎ- তারা ঐ সমস্ত আয়াত ঈমানদের উপর বর্তাবে, যেগুলি কাফেরদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।

কোন বোকা ও মূর্খও কি এ কথা বলতে সাহস করবে যে, যিনি শিরক তো দূরের কথা, শিরকের গন্ধ পর্যন্ত ইসলামে ঢুকতে দেননি, তিনি নিজেই শিরকের জন্ম দিয়েছেন? (নাউজুবিল্লাহ)

মছনবী শরীফে হযরত আরেফ রুমী (রহ.) আল্লাহর বান্দাকে রাসূলের বান্দা বলে উল্লেখ করেছেন

হযরত মাওলানা আরেফ রুমী (রহ.) 'মছনবী শরীফ' কিতাবে হযরত বেলাল (রা.)কে খরিদ করার কাহিনীতে লিখেছেন: যখন হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রা.) তাঁকে কিনে নিলেন এবং হুজুরের দরবারে হাজির হলেন, তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবু বকর! তুমি আমাকে এই কাজে অংশীদার করনি কেন? তদুত্তরে হযরত আবু বকর (রা.) আরজ করলেন:

گفت مادو بندگان کوئے تو

کردمش آزاد ہم بر روئے تو

(গোপ্ত মাদো বান্দেগানে কুয়ে তু

করদামাশ্ আজাদ হাম বর রুয়ে তু)

আমরা উভয়ই আপনার দরবারের বান্দা, আমি তাকে আপনার সম্মুখে আযাদ করে দিচ্ছি।

হযরত মাওলানা জালালুদ্দিন আরেফ রুমী (রহ.)এর ব্যক্তিত্ব, ইল্‌মে শরীয়ত ও ইল্‌মে মারেফত সম্বন্ধে কে অবগত নয়? বরং প্রত্যেক শ্রেণীর লোক তাঁকে মেনে নিয়েছে এবং তাঁর রচিত কিতাব 'মছনবী শরীফ'কে সর্বস্তরের লোক গ্রহণ করে নিয়েছে। ওলামায়ে কেরাম এই কিতাব থেকে প্রমাণ গ্রহণ করে থাকেন। তা সকল মাদ্‌রাসায় পড়ানো হয়। অতঃপর মাওলানা রুমী সাহেব ও তাঁর মছনবী শরীফের প্রশংসা করা সূর্যকে বাতির আলো দেখানোর মত।

মাওলানা রুমী সাহেব নিজেই লিখেছেন:

مثنوی معنوی مولوی

ہست قرآں در زبان پہلوی

(মছনবীউ মা'নবীউ মাওলভী

হাস্ত কুরআন দর জবানে পাহ্‌লভী)

অর্থাৎ- এই মছনবী শরীফ পাহ্‌লভী বা আরবী ও ফার্সী মিশ্রিত ভাষায় লিখিত একটি কুরআন।

তিনি আরো লিখেছেন:

من ز قرآں مغزہا برداشتم

استخواں پیش سگاں انداختم

(মানজে কুরআন মাগজাহা বরদাশ্‌তাম

উছতুখাঁ পেশে ছগাঁ আনদাখ্‌তাম)

অর্থাৎ- আমি কুরআন শরীফের মূল রস টেনে নিয়েছি, কুকুরদের সম্মুখে শুধু হাঁড়গুলি নিক্ষেপ করলাম।

জনসাধারণ যেমন কুরআন শরীফের খতম পাঠ করে, তদ্রূপ আরেফ রুমী (রহ.) এর মছনবী শরীফেরও খতম পাঠ করে থাকে। আল্লামা হাজী এমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে মক্কী (রহ.) মছনবী শরীফের খতম উপলক্ষে নজর নেয়াজ ও ফাতেহাখানি করতেন এবং জনসাধারণের মধ্যে তা বন্টন করতেন। তিনি মছনবী শরীফের ব্যাখ্যা করে একটি কিতাব লিখেছেন। এরূপ মছনবী শরীফের ব্যাখ্যার বহু কিতাব লিখিত হয়েছে। এ সমস্ত কার্যাদি মছনবী শরীফকে গ্রহণ করে নেয়ার জ্বলন্ত প্রমাণ। প্রত্যেক আলেম মছনবী থেকে কমপক্ষে দুই একটি কবিতা পাঠ না করে তার ওয়াজ নসীহত সম্পূর্ণ করতে পারেন না।

এ রকম কিতাবে আরেফ রুমীর মত আলেম কুরআনের আয়াত

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ. الاية

(কুল ইয়া ইবাদিয়াল্লাজিনা আছরাফূ আলা আনফুছিহিম ...) থেকে প্রমাণ গ্রহণ করে সমস্ত সৃষ্টিজগতকে মোস্তফা সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের বান্দা বলেছেন।

এখন বলুন! মাওলানা রুমী সাহেব কি কুরআন শরীফ বুঝতে পারেননি? অসম্ভব, তা কখনো হতে পারে না। কেননা, তিনি নিজেই লিখেছেন, আমি কুরআন শরীফের মগজ বা মূলসার টেনে নিয়েছি। শুধুমাত্র হাড়গুলি শেষ যুগের আলেমদের জন্য নিক্ষেপ করলাম। যাতে তা নিয়ে তারা কুকুরদের মত ঝগড়া বিবাদ করে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ.

(কুল ইয়া ইবাদিয়াল্লাজিনা আছরাফূ আলা আনফুছিহিম লা তাক্নাতু মির্ রাহমাতিল্লাহ্)

হে প্রিয়নবী! আপনি বলে দিন, হে আমার বান্দাগণ। যারা অন্যায় আচরণে নিজেদের প্রতি জুলুম করেছ, আল্লাহর রহমত ও করুণা থেকে নিরাশ হবে না।

মাওলানা রুমী (রহ.) লিখেছেন:

بندۂ خود خواند احمد در رشاد

جملہ عالم را بخواں قل یعباد

(বান্দায়ে খোদ খান্দ আহ্মদ দর রাশাদ
জুম্লা আলম রা বখাঁ কুল ইয়া ইবাদ)

অর্থাৎ- হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র বিশ্ববাসীকে নিজের বান্দা বলেছেন, তার বাস্তব প্রমাণের জন্য 'কুল ইয়া ইবাদিয়াল্লাজিনা' কুরআনের এই আয়াত পড়ে দেখ।

দেওবন্দী বিখ্যাত আলেমগণের পীর ও মুর্শিদ হযরত আল্লামা হাজী এমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে মক্কী (রহ.) বলেছেন: ইবাদুল্লাহ্ বা আল্লাহ্র বান্দাগণকে ইবাদুর রাসূল বা রাসূলের বান্দা বলতে পার। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, কুল ইয়া ইবাদিয়াল্লাজিনা আছরাফু আলা আনফুছিহিম লা তাক্নাতু মির্রহমাতিল্লাহ্।

এই আয়াতে يٰعِبَادِيَ (ইয়া ইবাদি) শব্দের মধ্যে যে ى আছে, সেই প্রথম পুরুষ সর্বনাম পদটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবর্তে এসেছে। মাওলানা আশরাফ আলী থানভী সাহেব বলেছেন যে, উক্ত আয়াতের আলামতও এই অর্থের দিকে নির্দেশ করে। যদি উক্ত সর্বনাম পদটি আল্লাহর পরিবর্তে বসত, তবে مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ (মির রাহমাতিল্লাহ্) এর مِنْ رَّحْمَتِيْ (মির রাহমাতি) বলতেন। যাতে عِبَادِيَ (ইবাদি) শব্দের সাথে সামঞ্জস্য হয়।

-(শামায়েলে এমদাদিয়া: ৭১ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন-

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ

(ওয়ানকিহুল্ আয়ামা মিনকুম ওয়াচ্ছালেহিনা মিন্ ইবাদিকুম্ ওয়া ইমায়েকুম)।

তোমাদের মধ্যে যে বিধবা স্ত্রীলোক রয়েছে, তাদেরকে বিবাহ দাও এবং তোমাদের বান্দা ও বাঁদীর মধ্যে যারা বিবাহের উপযুক্ত, তাদেরকে বিবাহ কর।

উক্ত আয়াতে আমাদের দাস-দাসীকে আমাদের বান্দা বলা হয়েছে।

হাদীস শরীফেও আছে-

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান-

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ.

(লাইছা আলাল্ মুসলিমে ফী আব্‌দিহী ওয়ালা ফারাছিহী ছাদ্‌ক্বাতুন) মুসলমানের উপর তার বান্দা বা গোলাম ও ঘোড়ার যাকাত ফরজ নয়।
-(বুখারী, মুসলিম)

ফিক্‌হ শাস্ত্রে প্রথম যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত সাধারণ পরিভাষা প্রচলিত আছে-

اِعْتَقَ عَبْدَهُ وَبَرَّ خَادِمَهُ

(ই'তাক্বা আবদাহু ওয়া বার্‌রা খাদেমাহু)

'মুনিব তার বান্দা ও গোলাম বা খাদেমকে আযাদ ও মুক্ত করে দিয়েছে।

আরবের লোকেরাও তাদের রুচি ও অভ্যাস অনুযায়ী বলে থাকেন- عَبْدِىْ حُرٌّ (আব্‌দী হুর্‌রুন) আমার বান্দা বা গোলাম মুক্ত।

টীকাঃ অমুক ব্যক্তির বান্দা বা গোলাম বলার মধ্যে বিশেষত্ব এই যে, উক্ত বান্দা বা গোলামের মালিক সেই অমুক ব্যক্তি ব্যতীত আর কেউই নয়। উক্ত গোলাম তার মুনিবের অধিকার ও ইখতিয়ারাধীন এবং তারই তাবেদার ও অনুগত। তদ্রূপ 'আবদে মোস্তফা' বা রাসূলের বান্দা হওয়ার মধ্যে এই রহস্যই নিহিত রয়েছে যে, মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত সে অন্য কোন নবী বা রাসূলের অনুগত ও মালিকানাধীন নয়। অমুক ব্যক্তির বান্দার মধ্যে যে রকম সামঞ্জস্য আছে, ঠিক তেমনিই মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বান্দার মধ্যে সেই সামঞ্জস্য বিরাজমান।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, জায়েদ, খালেদ বরং কোন কাফের ও মুশরিকের গোলাম ও দাসকে তার 'আব্‌দু' বা বান্দা বলাতে কোন হাদীস বর্ণিত হয় না, আর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলামদেরকে তাঁর আব্‌দু বা বান্দা বলাতে প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠে।

আবদুন শব্দের সম্বন্ধ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো দিকে করা জায়েয নেই মর্মে যুক্তির খণ্ডন

প্রতিবাদঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ عَبْدِىْ وَاَمَتِىْ كُلُّكُمْ عِبَادُ اللّٰهِ كُلُّ نِسَائِكُمْ اِمَاءُ اللّٰهِ وَلٰكِنْ لِيَقُلْ غُلَامِىْ وَجَارِيَتِىْ وَفَتَاىَ وَفَتَاتِىْ.

অনুবাদঃ হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান- তোমাদের মধ্যে কেউ কখনো তার দাস দাসীকে এরূপ বলবে না যে, আমার বান্দা ও আমার বাঁদী, বরং এরূপ বলবে- আমার দাস, আমার দাসী, আমার যুবক ছেলে, আমার যুবতী মেয়ে। - (মুসলিম শরীফ)

উক্ত হাদীস শরীফ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, আবদুন শব্দের সম্বন্ধ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো দিকে জায়েয নেই।

উত্তরঃ এই প্রতিবাদের কয়েকটি জবাব রয়েছে।

প্রথমতঃ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যজনের দিকে আবদুন শব্দের সম্বন্ধ কুরআন শরীফেই মওজুদ আছে। যেমনঃ তা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আর এই হাদীসে স্বয়ং সম্পূর্ণ (ذَاتِى) মালিকানাকে রহিত করা হয়েছে। আল্লাহ্ প্রদত্ত মালিকানাকে রহিত করা হয়নি। নতুবা কুরআনের বহু আয়াত ও রাসূলের হাদীসের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে।

মোটকথা এই যে, মুসলিম শরীফের উক্ত হাদীসে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো সাথে আবদিয়াত (বান্দা হওয়া) ও খিলকাত (সৃষ্টি করা) এর সম্বন্ধের অস্বীকৃতি রয়েছে, খোদা প্রদত্ত ইখতিয়ার ও মালিকানার অস্বীকৃতি নয়। আবদুল মোস্তফা বা রাসূলের বান্দা বলার মধ্যে আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, জনাবে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আল্লাহর দেয়া ইখতিয়ার ও মালিকানা আছে। হুজুরের উম্মতে ইজাবাত, আশেকগণ ও তাঁর জামায়াত তাঁর বান্দা, তাঁর গোলাম ও তাঁর ইখতিয়ার ও মালিকানাধীন।

দ্বিতীয়তঃ উক্ত হাদীসে নম্রতা ও শিষ্টাচারিতার শিক্ষা দেয়া এবং গর্ব করাকে রহিত করে মনিবদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছে যে, তোমরা

তোমাদের গোলামকে নিজের বান্দা বলো না। অথবা অপর কেউ তাদেরকে তাদের গোলাম বলো না।

গোলাম নিজেকে তার স্বীয় মুনিবের বান্দা না বলার নির্দেশ দেয়া হয়নি। কিন্তু কুরআন শরীফ আমাদের দাস-দাসীকে আমাদের আবদু বা বান্দা বলে ঘোষণা করেছে। যথা: ওয়া ইবাদেকুম ওয়া ইমামাকুম অর্থাৎ তোমাদের বান্দা ও তোমাদের বাঁদী।

তৃতীয়তঃ উক্ত হাদীসের মর্মার্থ এই যে, তোমরা তোমাদের দাস-দাসীকে তোমাদের সৃষ্ট ও তোমাদের উপাসক মনে করো না বরং তোমরা ও তোমাদের দাস-দাসী সকলই আল্লাহ্‌র সৃষ্ট ও তাঁর উপাসক। হ্যাঁ, তোমাদের দাস-দাসী সবাই তোমাদের গোলাম ও অনুগত। উক্ত হাদীসে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো দিকে সাধারণভাবে আবদুন শব্দের সম্বন্ধকে রহিত করা হয়েছে। আর আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো দিকে আবদুন শব্দের সম্বন্ধ করলে তার অর্থ কি হবে, তার শিক্ষা রয়েছে অর্থাৎ প্রকৃত ও অকৃত্রিম বান্দা বা ইবাদতকারী অর্থের অস্বীকৃতি রয়েছে। অপ্রকৃত ও কৃত্রিম বান্দার অস্বীকৃতি নয়। জ্ঞানী লোকেরা অবগত আছেন যে, 'আবদুন' শব্দের অর্থ যেমন সৃষ্ট ও ইবাদতকারী হয়ে থাকে, তদ্রূপ তা গোলাম ও খাদেম অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অতঃপর যার দিকে সম্বন্ধ করা হয়, তার হিসাবেই এর অর্থ নির্দিষ্ট হবে।

উক্ত বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হল যে, উল্লেখিত হাদীস আবদুল মোস্তফার বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারীদের কখনও প্রমাণ হতে পারে না, বরং আবদুল মোস্তফার দাবীদারগণেরই প্রমাণ সহায়ক। সুতরাং মুসলিম শরীফের উক্ত হাদীস এই মাসয়ালার সাথে কোন সম্পর্ক নেই।

ছিরাজিয়া ও ফতোয়া আলমগীরী কিতাবে আছে-

اَلْاَسْمَاءُ الْمُشْتَرَكَةُ يُرَادُ فِىْ حَقِّ الْعِبَادِ مَالَا يُرَادُ فِىْ حَقِّ اللّٰهِ تَعَالٰى

অর্থাৎ- বহু অর্থবোধক বিশেষ্যসমূহ বান্দার জন্য ঐ অর্থই গ্রহণ করা হবে, যা আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট নয়।

ঐ বিশেষ্যগুলি যার দিকে সম্বন্ধ হবে, তারই হিসাবে অর্থ গ্রহণ করা হবে।

চতুর্থতঃ মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকারী আল্লামা নববী (রহ.) উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, উক্ত হাদীস মাকরূহে তানজীহা ও

অপছন্দনীয় অর্থে প্রযোজ্য। মাকরূহে তাহ্‌রীমা অর্থে নয়। অর্থাৎ عَبْدِىْ (আবদী) বা আমার বান্দা বলে কাউকেও সম্বোধন করা অপছন্দনীয়। বরং غُلَامِىْ (গোলামী) বা আমার গোলাম বলে সম্বোধন করাই অধিকতর পছন্দনীয়।

স্মরণীয় যে, আবদুল মোস্তফা বলতে গোলামুল মোস্তফা, খাদেমুল মোস্তফা ও মুতিউল মোস্তফাই আমাদের উদ্দেশ্য।

আবদুর রাসূল বা রাসূলের বান্দা বলা শিরক নয়

প্রতিবাদঃ উল্লেখিত বর্ণনাসমূহ তো শুধু কতগুলি تاويل (তা'বিল বা যুক্তিভিত্তিক নিজস্ব ব্যাখ্যা)। তবুও আবদুর রাসূল, আবদুল মোস্তফা বা রাসূলের বান্দা বলা শির্‌কের ধারণা থেকে নিষ্কলুষ নয়। অতঃপর আবদুল মোস্তফা না বলাই উচিত।

উত্তরঃ এই প্রতিবাদেরও কয়েকটি জবাব রয়েছে।

প্রথমতঃ কুরআনের আয়াত ও রাসূলের হাদীসের মধ্যে তো অধিকতর স্থানে মুফাচ্ছিরীন, মুহাদ্দিসীন ও ফকীহ্‌গণ تاويل (তা'বিল) করেছেন। যদি তা'বিল করা না হয়, তাহলে বহু আয়াত ও হাদীস অর্থহীন এবং বাতিল বলে পরিগণিত হবে। অধিকন্তু কুরআন-হাদীসের কিছু অংশের প্রতি ঈমান আনা এবং কিছু অংশের প্রতি কুফরী করার প্রশ্ন এসে পড়ে। সুতরাং কুরআনের আয়াত ও হাদীসের স্থান বিশেষ تاويل (তা'বিল) করা সাহাবায়ে কেরাম থেকে আজ পর্যন্ত শরীয়তের নিয়ম কানুন প্রচলিত আছে। যাতে সকল আয়াত ও হাদীসের হুকুম বহাল থাকে।

দ্বিতীয়তঃ এ রকম তা'বিল থেকে কুরআনের আয়াত ও হাদীসকে পৃথক করা কিভাবে ঠিক হবে? কেননা, আবদুল হাই, আব্দুর রশীদ, আবদুর রউফ, আবদুল করিম, আবদুর রহীম, আবদুল আলী ইত্যাদি নামগুলি শির্‌কের ধারণা থেকে মুক্ত নয়। কারণ, এগুলি বহু অর্থবোধক বিশেষ্য। যেমনঃ হাই, রউফ, রহীম, রশীদ, আলী ইত্যাদি সকল বিশেষ্য পদ সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টজীবের জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে। সুতরাং এগুলি বহু অর্থবোধক বিশেষ্য হওয়া উচিত। অথচ কেউই ফতোয়া দেয়নি যে, আবদুল হাই, আবদুল আলী, আবদুর রশীদ

ইত্যাদি নামের মধ্যে শিরকের ধারণা পাওয়া যাওয়ার কারণে উল্লেখিত নামগুলি রাখা হারাম।

অতএব, তা স্বীকার করতেই হবে যে, যেখানে যে অর্থ গ্রহণযোগ্য, সেখানে সে অর্থই গ্রহণ করা উচিত। নতুবা আপনারা উল্লেখিত নামগুলিকে শিরকের ধারণাযুক্ত নাম বলে প্রচার করে দিন। তবে আমরাও আবদুল মোস্তফা বা রাসূলের বান্দা বলাকে শিরক ও হারাম বলব।

মহোদয়! হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য ও সর্বসম্মত কিতাব 'দুররুল মোখতার' এর লিখকের উস্তাদের নাম আবদুন্নবী খলিলী। যদি তা শিরক ও হারাম হত, তাহলে এ রকম বিখ্যাত আলেমের নাম 'আবদুন্নবী' কখনো স্থির রাখতেন না। এরূপ 'শরহে মিয়াতু আমিল মানজুম' যা জুমলা ছরফ নামক গ্রন্থের নাহবেমীর কিতাবের শেষাংশে পরিশিষ্ট হিসাবে লিখিত। সকল মাদ্‌রাসায় তা পড়ানো হয়। উক্ত কিতাবের লিখকের নাম আবদুর রাসূল। লিখক স্বীয় কিতাবের নামও আবদুর রাসূল দিয়েছেন। যাতে প্রত্যেক ছাত্র অবগত হয়ে যায় যে, আবদুর রাসূল বা রাসূলের বান্দা বলা ও নাম রাখা হারাম ও শিরক নয়। বরং তা গৌরবের বিষয়। কেননা, ইহকালীন ও পরকালীন সমস্ত সম্পদ গোলামে মোস্তফা বা রাসূলের গোলামীর মধ্যে নিহিত।

দেওবন্দ মাদ্‌রাসার ভূতপূর্ব উস্তাদুল মাকুল এর নামও গোলাম রাসূল ছিল। এরূপ হযরে শরীয়ত মাওলানা আমজাদ আলী সাহেবের জ্যেষ্ঠ ছেলের নাম আবদুল মোস্তফা, যিনি বর্তমান করাচী দারুল উলুম আমজাদিয়া মাদ্‌রাসার শায়খুল হাদীস। ইউ.পি ফয়েজাবাদের মানজারে হক মাদ্‌রাসার শায়খুল হাদীসের নামও আবদুল মোস্তফা। আ'লা হযরত মাওলানা আহমদ রেজা খান সাহেব তাঁর অধিকাংশ ফতোয়ার দস্তখতের মধ্যে 'আবদুল মোস্তফা আহমদ রেজা খান' লিখতেন। তিনি তাঁর রচিত 'হাদায়েকে-ই-বখশিশ' নামক কিতাবে লিখেছেন-

خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفے

تیرے لئے امان ہے تیرے لئے امان ہے

(খৌফ না রাখ্ রেজা জরা তু তু হায় আবদে মোস্তফা,
তেরে লিয়ে আমান হায়, তেরে লিয়ে আমান হায়)।

মোটকথা এই যে, আব্‌দে মোস্তফা বা মোস্তফার বান্দা হওয়াতে আমান, নিরাপত্তা ও শান্তি। কেননা, এমনি তো সকলেই তো আবদুল্লাহ্ বা আল্লাহর বান্দা, কিন্তু আবদুল মোস্তফা বা মোস্তফার বান্দা শুধু উম্মতে ইজাবতই।

দেখুন! আবদুল মোস্তফা ও গোলামে মোস্তফা হওয়ার মধ্যে কিরূপ আমান ও নিরাপত্তা রয়েছে। হাদীস শরীফে আছে, হযরত সফিনা (রা.) রোমান সাম্রাজ্যে স্বীয় সৈন্যবাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পথ ভুলে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনীর খোঁজে এদিক সেদিক ছুটছেন। হঠাৎ পথে এক বাঘ তাঁর সম্মুখীন হয়। কিন্তু তিনি এই ভয়ানক মুহূর্তে একটুও ভয় করলেন না। বরং তিনি উক্ত বাঘটিকে সম্বোধন করে বললেন:

يَا اَبَا الْحَارِثِ اَنَا مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ

(ইয়া আবাল্ হারিছে, আনা মাওলা রাসূলিল্লাহে)

হে বাঘ। সাবধান, আমি রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলাম। উক্ত বাঘ তাঁর এ কথা শুনে কুকুরের মত লেজ দুলাতে লাগল। আর হযরত সফিনা (রা.)এর পথ প্রদর্শক হিসাবে তাঁর আগে আগে চলতে লাগল এবং তাঁকে তাঁর সৈন্যবাহিনীর নিকট পৌঁছে দিয়ে চলে গেল।

'ফতোয়া আফ্রিকা ও আহ্‌কামে শরীয়ত' নামক কিতাবসমূহে আছে, হে মনব! আবদুল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্ট ও আল্লাহর মালিকানাধীন তো প্রত্যেক মুমিন ও কাফের। কিন্তু মুমিন ঐ ব্যক্তি যে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বান্দা বলে স্বীকার করে।

مَنْ لَّمْ يَرَ نَفْسَهٗ فِىْ مِلْكِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَذُوْقُ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ.

যে ব্যক্তি নিজেকে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মালিকানাধীন জানবে না, সে ঈমানের স্বাদ ও গন্ধ থেকে বঞ্চিত থাকবে।

আপনারা কি দেখেননি? যখন আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূর হযরত আদম আলাইহিস সালামের কপালে আমানত রাখলেন এবং নূরের সম্মানার্থে সমস্ত ফেরেশতাগণকে সিজদা করার আদেশ দিলেন, তখন সকল ফেরেশতা সিজদা করল কিন্তু লাঞ্ছিত ইবলিস সিজদা করল না। সে তখনই কি আল্লাহর বান্দা থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে? আল্লাহর সৃষ্টিজীব ও আল্লাহর মালিকানাধীন রইল নাকি অবশ্যই, যা কখনো হতে পারে না। বরং সে নূরে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানার্থে মাথা নত করেনি, আবদুল মোস্তফার বান্দা হতে স্বীকার করেনি। এ কারণেই সর্বকালীন মালাউন ও সর্বযুগের লাঞ্ছিত হিসাবে পরিগণিত হল। মুসলমানদিগকে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে, যে আবদুল মোস্তফা বা রাসূলের বান্দা হতে স্বীকার করবে এবং ফেরেশতাগণের সাথী হোক অথবা রাসূলের বান্দা হওয়া থেকে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করবে এবং মরদুদ, লাঞ্ছিত ইবলিসের সাথী হোক (নাউযুবিল্লাহ্)। -(ফতোয়া আফ্রিকা ও আহকামে শরীয়ত)

'জা'আল হক' কিতাবে আছে, মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী, মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর মৃত্যুশোকের কবিতায় লিখেছেন.

قبولیت اسے کہتے ہیں مقبول ایسے ہوتے ہیں

عبید سود کا ان کے لقب ہے یوسف ثانی

উক্ত কবিতাংশ থেকে বুঝা গেল যে, মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর কালো বান্দারা দ্বিতীয় ইউসুফ উপাধিপ্রাপ্ত।

সুতরাং 'আবদুন' শব্দের সম্বন্ধ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যান্যদের দিকে জায়েয। এটা কুরআন, হাদীস, ফকীহগণের ফতোয়া এবং বিরোধী ওলামাদের উক্তিসমূহ থেকে প্রমাণিত ও সাব্যস্ত। -(জা'আল হক)

দেওবন্দী মতাদর্শীদের হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী বলেন- قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا الاية (কুল ইয়া ইবাদিয়াল্লাযীনা আসরাফু ....) কুরআনের এই আয়াতের মধ্যে 'ইবাদি' অর্থ ইবাদুর রাসূল বা রাসূলের বান্দা হওয়াকে অভিধানের উপযোগী বলে বর্ণনা করেছেন। -(শামায়েমে ইমদাদিয়া ও ইমদাদুল মোশতাক)

পূর্ববর্তী অনেক মনীষীগণ আবদুর রাসূল, আবদুল মোস্তফা ও আবদুন্ নবী ইত্যাদি নাম রাখার বর্ণনা

প্রতিবাদ: কোন কোন লোক বলে থাকে যে, আল্লাহর বান্দাকে রাসূলের বান্দা বলা এক নতুন মাযহাবের কথা। কেননা, আমরাতো জানি যে, মুসলমান আল্লাহর বান্দা ও রাসূলের উম্মত।

উত্তর: এটা এক নির্বোধ, বোকা ও স্বল্পজ্ঞানী লোকের কথা। কারণ মুসলমান যে রাসূলের বান্দা, তা নতুন মাযহাবের কথা নয়, বরং তা হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রা.) ও হযরত ওমর (রা.) এর যুগ থেকে প্রচলিত হয়ে আসছে যে, সকল মুসলমান রাসূলের বান্দা। যেমন, হযরত ওমর (রা.) নিজেই নিজেকে রাসূলের বান্দা বলে ঘোষণা করেছেন। তদ্রুপ হযরত আবু বকর (রা.)ও নিজেকে ও হযরত বিলাল (রা.)কে বান্দা বলেছিলেন। যথা, মছনবী শরীফে উল্লেখ আছে। জনাবে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বান্দা কেন? আল্লাহর সাধারণ বান্দার দিকে বান্দার সম্বন্ধ করা কুরআন শরীফ শিক্ষা দিয়েছে। যথা: وَعِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ (ওয়া ইবাদেকুম ওয়া ইমায়েকুম) আয়াতে বান্দার দিকে বান্দার সম্বন্ধ করেছে। অর্থাৎ বান্দাকে আল্লাহর বান্দার বান্দা হওয়া ঘোষণা করেছে।

ফতোয়া মেহ্‌রিয়া শরীফ কিতাবে হৈয়দ মেহের আলী শাহ্ (রহ.) গোলাম নবী, গোলাম রাসূল এরূপ আবদুন্নবী, আবদুল মোস্তফা অর্থাৎ গোলাম মোস্তফা ইত্যাদি নাম রাখা কোন মতভেদ ব্যতীত জায়েয বলেছেন।

হযরত মাওলানা নঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী (রহ.) তাঁর রচিত 'আত্‌ইয়াবুল বয়ান' নামক কিতাবে লিখেছেন- আবদুন্নবী, আবদুর রাসূল, গোলাম নবী, গোলাম রাসূল, গোলাম মহিউদ্দিন, গোলাম মঈনুদ্দিন ইত্যাদি নামগুলিকে শির্ক বলা পবিত্র শরীয়ত থেকে দূরে সরে পড়া এবং মুসলমানদের উপর বড় জুলুম সমতুল্য। কোন ওহাবী সম্প্রদায়ের

লোক 'আবদুন' শব্দ দ্বারা যাতে কোন প্রকার ধোঁকায় নিক্ষেপ করতে না পারে, তজ্জন্য প্রথমে তার অর্থ জেনে নেয়া একান্ত অপরিহার্য। কারণ 'আবদুন' শব্দটি গোলাম, খাদেম ও অনুগত অর্থে বহুস্থানে ব্যবহার হয়েছে। যথা:

وَانْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ.

(ওয়ানকেহুল আয়ামা মিনকুম ওয়াচ্ছালেহিন মিন ইবাদেকুম ওয়া ইমায়েকুম) কুরআনের এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের দাস-দাসীকে আমাদের আবদ্ বা বান্দা বলেছেন। অতঃপর যদি সৃষ্টজীবের জন্য আবদুন বা বান্দা শব্দ ব্যবহার করা শির্ক হত, তাহলে কুরআনে পাকে কিভাবে এর বর্ণনা হতে পারে? আর হাদীসে মুসলমানদের গোলামকে তাদের আবদ্ বা বান্দা বলা হয়েছে। অধিকন্তু আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুক (রা.) রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বরের উপর দণ্ডায়মান অবস্থায় ভাষণ দানকালে নিজেকে হুজুর সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের বান্দা ও খাদেম বলে ঘোষণা করেছেন। যেমন 'কান্জুল উম্মাল' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে আছে-

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبْ قَالَ لَمَّا وَلِّى عُمَرُ بْنِ الْخَطَّاب رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ خَطَبَ النَّاسَ عَلٰى مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ قَدْ عَلِمْتُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تُؤْنِسُوْنَ مِنِّىْ شِدَّةً وَّ غِلْظَةً وَّذٰلِكَ اِنِّىْ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ عَبْدَهٗ وَ خَادِمَهٗ وَكَانَ كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَؤُوْفُ الرَّحِيْمِ. (اطيب البيان بحوالة كنز العمال)

অনুবাদঃ হযরত সাঈদ বিন মুছাইয়্যাব (রা.) থেকে বর্ণিত, যখন হযরত ওমর (রা.) খলীফা নির্বাচিত হলেন, তখন তিনি রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে ভাষণ দান করেনঃ

আল্লাহর প্রশংসার পর উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামগণকে লক্ষ্য করে বললেনঃ মুসলমানগণ! আমি জানি, তোমরা আমার মাঝে কঠোরতা ও কাঠিন্য অনুধাবন করছ। কিন্তু আমার এই কঠোরতার কারণ এই যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবদু, হুজুরের বান্দা ও হুজুরের খাদেম ছিলাম। আর তিনি তো আল্লাহর বাণী মোতাবেক মুসলমানদের উপর অত্যন্ত দয়ালু ও দয়াবান ছিলেন।

কুরআন ও হাদীসের উল্লেখিত বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হল যে, শরীয়তে আবদুন শব্দটি খাদেম ও মালিকানাধীন ব্যক্তি অর্থে অনেক স্থানে ব্যবহার হয়েছে। আর কুরআন ও হাদীসে আল্লাহর বান্দাগণের দিকে এই শব্দের সম্বন্ধ রয়েছে। অতঃপর একে শিরক বলা কি রকম জুলুম ও অপরাধ, চিন্তা করে দেখুন। হ্যাঁ, যদি কোন লোক নিজেকে কোন আল্লাহর বান্দার প্রকৃত মালিকানাধীন এবং তাকে এর মালিক মনে করে, তাহলে আবদুর রসূল ও আবদুল মোস্তফা নাম রাখা ব্যতীতও সে মুশরিক বলে পরিগণিত হবে। কেননা, এ রকম ধারণা প্রথম থেকেই বাতিল ও শিরকে গণ্য। কিন্তু মুসলমানদের ধারণায় কখনও এই খেয়াল জাগে না যে, আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন স্বয়ং সম্পূর্ণ মালিক ও কর্তা আছে। সুতরাং মুসলমানদের উপর এ রকম মিথ্যা অপবাদ অত্যন্ত খারাপ।

প্রমাণিত হল যে, আবদুন্নবী, আবদুর রাসূল, মঈনুদ্দিন ইত্যাদি নাম রাখা শিরক নয়। (আতইয়াবুল বয়ান)

ভাইসব! আবদুন বা বান্দা এমন একটি ব্যাপক গুণ যে, আল্লাহর সৃষ্টিজগতের প্রত্যেক সৃষ্টির মধ্যে এই গুণ বিরাজমান।

আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে এরূপ কে আছে, যে আল্লাহর বান্দা নয়? কুরআন শরীফে আছে-

إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا

অর্থাৎ- আসমান জমীনের সমস্ত সৃষ্ট আল্লাহর বান্দা। কিন্তু যখন বান্দার গুণটি আল্লাহর প্রিয় রাসূলের সাথে সম্বন্ধ হয়, তখন তা খাস গুণ হিসাবে পরিগণিত হয়।

প্রতিবাদ: আবদুল মোস্তফা, গোলামে মোস্তফা বলাতো জায়েয আছে, কিন্তু তবুও প্রকাশ্যে জনসাধারণের সম্মুখে এ রকম মাসআলা বর্ণনা না করাই উচিত। যাতে জনসাধারণ ধোঁকায় ও ধাঁধায় না পড়ে।

উত্তর: এটি একটি অমূলক ও আশ্চর্য্যের কথা। যে মহাপুরুষদের নাম আবদুল মোস্তফা, আবদুর রাসূল রেখেছেন ঐ নামগুলি কি জনসাধারণ থেকে গোপন আছে? কখনও নয়। বরং ঐ নামগুলির সাথে ছোট বড় সকলেই তাদেরকে সম্বোধন করছে। এর দ্বারা কি জনসাধারণ ধোঁকায় পড়বে না?

মহোদয়! হযরত ওমর ফারুক (রা.) খলীফা হওয়ার পর মিম্বরের উপর দণ্ডায়মান অবস্থায় সমস্ত ছোট বড় সাহাবায়ে কেরামের সম্মুখে নিজেকে আবদুল মোস্তফা বা রাসূলের বান্দা বলে ঘোষণা করেছেন। ফারুকে আজম (রা.) কি বুঝেননি যে, এতে জনসাধারণ ধোঁকায় পড়বে?

সারকথা এই যে, আবদুল মোস্তফা বা রাসূলের বান্দা বলে ঘোষণা করা এবং জনসম্মুখে প্রচার করা যেন গোলামে মোস্তফা, উম্মতে মোস্তফা ও মুতিয়ে মোস্তফা বলে প্রচার করা।

আর এর নামই তো মূল ঈমান। একে দোষ বলে মনে করা এবং খাস মাসআলা বলে ধারণা করা ঈমানের স্বাদ থেকে বঞ্চিত এবং জনাবে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইজ্জত ও মর্যাদা থেকে অজ্ঞতারই শামিল।

এই পৃথিবীতে এ রকম কোন মুসলমান নেই যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকেও সৃষ্টিকর্তা ও উপাস্য মনে করে। বরং আল্লাহই যে সৃষ্টিকর্তা ও উপাস্য, তা মুসলমানদের অন্তরে এভাবে স্থান লাভ করেছে যে, মুসলমানদের প্রত্যেক ছোট ছেলেও এ কথা জানে। এ বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা ও উপাস্য একমাত্র আল্লাহই। আর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বিশিষ্ট ও নিরালা বান্দা। সুতরাং আবদুল্লাহ্ ও আবদুল মোস্তফার মধ্যে সংমিশ্রণ হওয়ার কোন কারণই হতে পারে না।

কুল ইয়া ইবাদি শব্দের অর্থ রাসূলের বান্দা হওয়াই অধিকতর সামঞ্জস্য ও গ্রহণযোগ্য

প্রতিবাদঃ

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ

(কুল ইয়া ইবাদিয়াল্লাজিনা আছরাফু আলা আনফুছিহিম লা তাক্বনাতু মিন রহমাতিল্লাহ্) এই আয়াতে يٰعِبَادِى এর অর্থ আল্লাহর বান্দা হওয়াই অধিকতর শুদ্ধ ও প্রযোজ্য। যেমন এটি সুপ্রসিদ্ধ।

উত্তরঃ উল্লেখিত আয়াতের تاويل (তা'বিল বা যুক্তিভিত্তিক ব্যাখ্যা) দ্বারা يٰعِبَادِىْ (ইয়া ইবাদী) এর অর্থ আল্লাহর বান্দাও হতে পারে। কিন্তু উক্ত আয়াতের ভাষা প্রচলন ও নিয়ম কানুন মোতাবেক يٰعِبَادِىْ (ইয়া ইবাদী) শব্দের অর্থ রাসূলের বান্দা হওয়াই অধিকতর পছন্দনীয়। কেননা, قُلْ يٰعِبَادِىْ (কুল ইয়া ইবাদী) শব্দের মধ্যে প্রথম পুরুষের সর্বনাম পদটি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবর্তে বসেছে। যেমনঃ

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

(কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহা ফাত্তাবিউনী ইউহবিব কুমুল্লাহ্) এই

আয়াতে فَاتَّبِعُوْنِيْ (ফাত্তাবিউনী) বাক্যের মধ্যে যে সর্বনাম শব্দ আছে, তা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবর্তে ব্যবহৃত। فَاتَّبِعُوْنِيْ বাক্যের মধ্যে যে নিয়ম কানুনের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বনাম শব্দটি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে, সেই নিয়ম কানুন মোতাবেক قُلْ يٰعِبَادِيْ এর মধ্যেও সর্বনাম শব্দটি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। فَاتَّبِعُوْنِيْ বাক্যের মধ্যে সর্বনাম শব্দটি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবর্তে বসালে يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ বাক্যের সাথে যেরূপ সামঞ্জস্যহীন অর্থ হবে, তদ্রূপ يٰعِبَادِيْ এবং مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ বাক্যের মধ্যেও সামঞ্জস্যহীন অর্থ প্রকাশ পাবে। হ্যাঁ, قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ এই আয়াতের মধ্যে اللّٰه শব্দটি উহ্য মেনে আল্লাহর বান্দা অর্থও হতে পারে।

কিন্তু দেওবন্দী ওলামাদের পথপ্রদর্শক মাওলানা আশরাফ আলী থানভী তাঁর রচিত "শামায়েমে ইমদাদিয়া ও ইমদাদুল মোস্তাক" কিতাবসমূহে লিখেছেন যে, উক্ত আয়াতে يٰعِبَادِيْ শব্দের অর্থ রাসূলের বান্দা হওয়াই অধিকতর সামঞ্জস্য ও গ্রহণযোগ্য।

আর ইমাম-ই-আহলে সুন্নাত, বর্তমান শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত মাওলানা আহমদ রেজা খান (রহ.) প্রত্যেক মুমিন মুসলমান যে রাসূলের বান্দা, এর বাস্তবায়নে দুই তিনটি পুস্তিকাও লিপিবদ্ধ করেছেন। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমান 'আবদুল মোস্তফা' বা রাসূলের বান্দা হওয়া সম্পর্কে কোন দলের লোকেরই অস্বীকার করার সুযোগ নেই।

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاَزْوَاجِهٖ وَعُلَمَاءِ مِلَّتِهٖ وَعِبَادِهِ الْمُتَّبِعِيْنَ الْعَاشِقِيْنَ اَجْمَعِيْنَ. اٰمِيْن يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ.

تمت بالخير

আল্লামা মুহাম্মদ আজিজুল হক আল্-কাদেরী (মা.জি.আ.) রচিত বিভিন্ন মাসআলার ওপর লিখিত কিতাব সমূহের তালিকা

০১। [illegible] মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
০২। [illegible] দরুদ শরীফ।
০৩। আল [illegible] মোস্তফা ফী [illegible] মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
০৪। আর-[illegible]।
০৫। এলমে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
০৬। [illegible]।
০৭। আল-[illegible]।
০৮। আল [illegible]।
০৯। নূরে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
১০। আল-[illegible]।
১১। আল-[illegible] ফী [illegible] সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
১২। আর-[illegible]।
১৩। [illegible] ফী [illegible] সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
১৪। [illegible]।
১৫। [illegible]।
১৬। [illegible] সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
১৭। [illegible]।
১৮। [illegible] সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
১৯। [illegible]।
২০। [illegible]
২১। [illegible]।
২২। [illegible]।
২৩। [illegible]।
২৪। [illegible]
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
২৫। [illegible] সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।
২৬। [illegible]।
২৭। [illegible]
২৮। [illegible]।

প্রাপ্তিস্থান

১। ছিপাতলী জামেয়া গাউছিয়া মুঈনীয়া কামিল মাদ্রাসা
২। [illegible] আনোয়ারুল উলুম [illegible] সিনিয়র মাদ্রাসা
৩। [illegible] উলুম [illegible] দাখিল মাদ্রাসা
৪। [illegible] কুতুবখানা ৫। রেজভী কুতুবখানা
শাহী জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
৬। [illegible] কাদেরীয়া ভবন, ১৬/২ পুরাতন টি.এন.টি. রোড, চট্টগ্রাম